তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর লক্ষ্য :

বাংলাদেশ সংবিধান অনুযায়ী নাগরিকদের তথ্য প্রাপ্তি, চিন্তা বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার অধিকার নিশ্চিত

জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক; সে লক্ষ্যে নাগরিকদের ক্ষমতায়ন

দুর্নীতি হ্রাস এবং স্বচ্ছতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত এবং বিদেশী অর্থে পরিচালিত বেসরকারী সংস্থার জবাবদিহি নিশ্চিত

"তথ্য প্রযুক্তির যুগে জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত হোক"

আপনি জানেন কি?

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ আনুসারে আপনি খুব সহজেই একটি আবেদন ফরম পূরণ করে সরকারি ও বেসরকারি দপ্তর হতে কাঙ্ক্ষিত তথ্য পেতে পারেন।

তথ্য পাওয়ার নিয়ম

- তথ্য অধিকার আইনে বর্ণিত সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রাপ্তির নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ওয়েবসাইট বা দপ্তর হতে আবেদন ফরম-ক সংগ্রহ করে পূরণ পূর্বক দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর আবেদন করতে হবে।
- তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী কিছু তথ্যের জন্য শুধুমাত্র প্রকাশনা/ মুদ্রণ মূল্য পরিশোধ করতে হয় তবে অধিকাংশ তথ্যই বিনামূল্যে প্রদানযোগ্য।
- সংশ্লিষ্ট দপ্তর যদি আবেদন প্রাপ্তির (ক্ষেত্র বিশেষে মূল্য প্রদানের প্রমাণক প্রাপ্তির) নিজ দপ্তর সংশ্লিষ্ট হলে ২০ দিন অন্য দপ্তর সংশ্লিষ্ট হলে ৩০ দিনের মধ্যে তথ্য প্রদানে অসমর্থ হয় তবে আবেদনকারী সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ঊর্ধ্বতন দপ্তরের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর আপীল আবেদন করতে পারবেন।
- আপীল আবেদন দায়েরের ১৫ দিনের মধ্যে আপীল শুনানীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আবেদনকারীর নিকট তথ্য প্রেরণ অথবা আবেদন নিষ্পত্তি করতে হবে।
- আপীল আদেশে সংক্ষুব্ধ হলে বা আপীল করে তথ্য না পেলে আবেদনকারী ৩০ দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে পারবে।
- যদি কোন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন গ্রহণ না করে তাহলে আবেদনকারী সরাসরি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন।

তথ্য অধিকার আইন ব্যাবহার করে সমাজ-রাষ্ট্রে দুর্নীতি হ্রাস এবং সচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা প্রতিটি নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব।

প্রচারেঃ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

প্রকাশনাঃ সেপ্টেম্বর, ২০২২